শক্তিবাদীয় নব দুর্গা পূজা

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রথম সংস্করণ ইং ১৯৮৫, কলের্গতাব্দা ৫০৮৬

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

শক্তিবাদ মঠে নবদুর্গামঞ্চ

১৯৪৭ সনে ইংরেজ ভারত ছাড়িয়াছে, যাওয়ার সময় ইহারা মুসলমানদের জন্য ভারতের দুই অংশ পাকিস্থান করিয়া যায়, বাকি অংশ হিন্দুদের রহিল, এই খণ্ডিত ভারতে সর্ব্বধর্ম্মবাদ, অহিংসাবাদ ইত্যাদি কথা মূর্খ, হীন স্বার্থপর ও পাগলের প্রলাপ মাত্র। কংগ্রেস, C.P.M., C.P.I. ও মুসলমান নিশ্চয়ই হিন্দু নহে। ইহারা বিজাতি এবং ভারত ও হিন্দুর শত্রু মাত্র। ভারত ভাগ হইয়াছে হিন্দু ও মুসলমানে। এখানে কংগ্রেস, C.P.M. এবং C.P.I. এর অস্তিত্বের কোন মূল্য নাই। হিন্দুরা ইহা ভালই বুঝিবে।

নবদুর্গা মন্দির স্থাপিত হইল ১৯৮৫ সনে, ১৯৮৪ সনের কালীপূজার রাত্রে কয়েকজন আশ্রমনিবাসী ধর্ম্ম ও শক্তিবাদ বিরোধী যুবক ও তাহাদের পরিচালকগণ দুইজন শক্তিবাদীকে মারিবার চেষ্টা করে। একজনের মাথায় কাঠের লগুড়াঘাতে এবং অন্যজনকে গুণ্ডা প্রকৃতির যুবকেরা মন্দিরের দেওয়ালে চাপিয়া ধরিয়া মারিবার চেষ্টা করে। মায়ের অসীম কৃপা যে আমি নিকটে ছিলাম এবং ইহারা বাঁচিয়া যায়। এই আক্রমণের পরই স্বামীজীকে আক্রমণের ষড়যন্ত্র চলিবে - ইহা সহজে বোঝা যায়। আমি পূজায় যোগদান না করিয়া নির্জ্জন কুঠুরীতে ধ্যানে বসিলাম। তখন মঠে ধর্ম্মশালাভবন পরিকল্পনা চলিতেছিল। ধ্যানান্তে আমি ধর্ম্মশালাভবন বন্ধ হইল বলিয়া ঘোষণা করিলাম এবং আশ্রমবাসী প্রত্যেককে তাহা মাইকে পাঠ করিয়া ধর্ম্মশালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতে বলা হইল। এই ঘটনার লক্ষ্য হইল শক্তিবাদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া। স্বামীজীকে হত্যা করিয়া মন্দির ও মন্দির সম্পত্তি হস্তগত করা। আশ্রমবাসী ধর্ম্মবিরোধীরা আশ্রম ত্যাগ করিল না। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইল। স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্যও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তাহারা প্রকাশ্যে গুণ্ডাদের সাহায্য করিতে লাগিল। ধর্ম্মশালানিবাসী গুণ্ডারা মায়ের মন্দিরে নিয়মিত প্রণামী দেওয়া বন্ধ করিল। আশ্রমের আয়ের ক্ষতি করিল। মঠ বিষয়ে মিথ্যা প্রচারে অগ্রসর হইল। মঠে ২, ৪ জন শক্তিবাদী শিষ্য ছিল। তাহারা গ্রামের মিতালীসঙ্ঘ, কর্ম্মমন্দির সঙ্ঘ এবং অন্যান্য হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ব্যর্থ হইল। পুলিশ, B.D.O., S.D.M., গ্রাম পঞ্চায়েৎ, জেলা শাসক, C.P.M., কংগ্রেস, ম্যাজিষ্ট্রেট, গভর্নর সকলের সাহায্য চাহিল। প্রায় এক বৎসরের মধ্যে কাহারও সাড়া পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও ভারত ভাগকারী হিন্দুধর্ম্ম বিরোধীদের শাসনে আজ হিন্দু নির্যাতনের এবং হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র ভালই চলিয়াছে। এখন ইহা সুনিশ্চিত যে শক্তিবাদীগণকে নতুন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নবদুর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠার ইহাই মূল কারণ।

দেশভাগ হইল মুসলমানদের জন্য পাকিস্থান হইল। মুসলমানদের পদলেহনকারী নেতাদের ষড়যন্ত্রে বাকি অংশ হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা না করিয়া সেকুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করিল। কিন্তু কার্যত ভারতকে আর সেকুলার রাষ্ট্র বলা যায় না, ইহা সর্ব্বতোভাবে হিন্দুধর্ম্মবিরোধী গুণ্ডাবাদী দুষ্ট হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্র মাত্র।

ভারতকে এখন স্পষ্টত হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করিতে হইবে এবং হিন্দুধর্ম্মকে শক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেকুলার রাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম্ম বাঁচিতে পারে না। যাহারা

ভারতভাগকারী মুসলমান এবং যাহারা কংগ্রেসপন্থী, C.P.M. এবং C.P.I. পন্থী তাহাদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে হিন্দুগণকে শক্তিহস্তে দাঁড়াইতে হইবে। কোন ধর্ম্মই এই পৃথিবীতে নিজস্ব রাষ্ট্র না থাকিলে বাঁচিতে পারে না।

''ধর্ম্মহীন রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রহীন ধর্ম্মের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী'' - হিন্দু সমাজকে এই বাণী শুনাইতে হইবে।

কালীপূজা হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মঠের উপর যে অত্যাচার চলিয়াছে ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এই দেশে হিন্দুদের রক্ষাকারী হিন্দুর কোন অস্তিত্ব নাই। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়তো পরিষ্কার বলিয়াছে তাহারা হিন্দু নয় এবং এই মর্মে আইনও করিয়া লইয়াছে। ইহার প্রভাবে অনেক হিন্দুসঙ্ঘ দুর্গাপূজায় মায়ের হাত ও অস্ত্র সকল তুলিয়া দিয়াছে। ক্রমে এই দুর্বুদ্ধি হয়তো সব হিন্দু সঙ্ঘকে গ্রাস করিবে। আমরা বলি ইহার প্রতিকার ও সংশোধন করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে দশভুজা দুর্গার পূজা হয়। এই দশ হস্ত মানে সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যবহৃত কর্ম্ম অস্ত্র। ইহাতে ছুতারের কুঠার, সাপুরিয়ার সাপ, বৈজ্ঞানিকের দিব্যাস্ত্র (অ্যাটমিক অস্ত্র), পূজারীর ঘণ্টা, সমাজকর্ত্তার অসুরবাদের বিরুদ্ধে শঙ্খনিনাদ, সন্ন্যাসীর ত্রিশূল, ব্রহ্মচারীর দণ্ড, সমাজনেতার সংগঠন (চক্র), যোদ্ধার কৃপাণ, বনবাসীদের ধনুর্বাণ, মাহুতের অঙ্কুশ ইত্যাদি রহিয়াছে। অসুর শক্তিকে দমন করিবার জন্য সমাজের সমস্ত লোককে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। ইহাকে জাতিভেদ বলিয়া আরোপ করা মূর্খতার লক্ষণ। কিভাবে তেজবীর্য্য সম্পন্ন হইয়া অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিতে হয় ইহাকে বুঝাইবার জন্য দুর্গার আটটি প্রাকৃতিক স্বভাবের কথা আছে। যথা - উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা., চণ্ডনায়িকা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা। ইহার মধ্যস্থিত যে শক্তি আছে তিনিই মা দুর্গা। মহাষ্টমীতে এই অষ্টশক্তির পূজা করিয়া মায়ের পূজা করিতে হয়। এই অষ্টশক্তি সমন্বিত দুর্গাই নবদুর্গা।

শক্তিবাদীয় উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা

হিন্দুদের দার্শনিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পাঁচ প্রকার রূপের কথা আছে। বিশ্বরূপ, তৈজসরূপ, প্রাজ্ঞরূপ, তুরীয়রূপ এবং ব্রহ্মরূপ। শক্তিবাদীয় উপাসনাতে নির্গুণ ব্রহ্মরূপ, তুরীয়রূপ, বিজ্ঞানরূপ এবং বিশ্বরূপ, সবস্তরের কথা স্থান পাইয়াছে। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া ব্রহ্মের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সব কথাই গীতার একাদশ অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন নাই। এই কথা তিনি গীতাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন এবং ঈশ্বরের উচ্চস্তরের রূপের দর্শন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের এই পাঁচটি স্তরের আলোচনা ভিন্ন উচ্চস্তরের মানব মাত্র একটি স্তরের আলোচনাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ শুধু জ্ঞানের কথাই বলেন নাই, তিনি অর্জ্জুনকে প্রলয়ঙ্কর অস্ত্রবিদ্যারও অনুশীলন এবং প্রয়োগের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী হিন্দুধর্ম্মের মূলকথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্যই শক্তিবাদ মঠে নবদুর্গাপীঠ স্থাপনা করিয়াছেন। এই মঠ শুধু জ্ঞানধারা

প্রসারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহাতে অস্ত্রবিদ্যা এবং উহার প্রয়োজনের কথাও আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে নবদুর্গাপীঠে পাঠক সব কথারই ইঙ্গিত পাইবেন।

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তিত উপাসনায় ব্রহ্মজ্ঞানের ৫টি স্তরের ধারণা যাহাতে স্পষ্ট হয় এই জন্য বেদের গায়ত্রী, তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র, উপনিষদের মহামন্ত্র, তন্ত্রোক্ত শক্তি সাধনার ভিত্তি শক্তিবাদসূত্রম্ মন্ত্র এবং গ্রহ মঙ্গলম্ মন্ত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সমাজ কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে শাসিত হয় না, গ্রহগণও জীব শাসনের সহায়ক। এই উপাসনাটি এখন ভারতে ও পৃথিবীর বহু লোকের মধ্যে পূজা ও সমবেত ধর্ম্মালোচনায় উপাস্য মন্ত্ররূপে স্থান পাইয়াছে। ইহার অর্থ বুঝিলে মানব জীবনের সব উচ্চস্তরের চরিত্র আয়ত্ত করিবার সুযোগ আনিয়া দিবে। বৌদ্ধবাদে ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি মন্ত্রগুলি গৃহী এবং সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চিন্তাশীল হিন্দুরা শক্তিবাদীয় উপাসনাকে আয়ত্ত করুন এবং নিজের কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনে ইহার অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করুন। আমরা স্তোত্রটি এবং ইহার সাধারণ মর্ম্মার্থ এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম*। আমরা চাই ইহা পৃথিবীর মানব সমাজের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হউক। আজ সমাজে অসুরবাদীয় নীতি যেভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে ইহা দেখিয়া যাঁহারা হতাশ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শক্তিবাদীয় উপাসনা ও চিন্তাধারা অমৃতের কাজ করিবে। শক্তিবাদীরা উপাসনা মন্ত্রকে সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন এবং ইহার মর্মে জীবন গঠন করিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করিবেন। শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামীজী এই কার্য সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্য S.C.I.A. (Shaktibad Central Ishabadi Association) নামক সংগঠন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শক্তিবাদের শাখারূপে এখন শক্তিবাদ মহামণ্ডল ও SCIA এই দুইটি শাখা যাহাতে অঙ্গাঙ্গীভাবে একই বৃক্ষের দুইটি শাখারূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সেইদিকে সব শক্তিবাদীদের আগ্রহ হওয়া কর্ত্তব্য।

নবদুর্গা রহস্য

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়ণী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

১। শৈলপুত্রী - হিমালয়ের রাজা মহারাজ দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কুমারী নবদুর্গার প্রথম দুর্গা, ইনিই চণ্ডীর তৃতীয়রূপ অর্থাৎ মহাসরস্বতী রূপে দেবগণ দ্বারা স্তুতা হইয়াছিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভ সেই সময় অসুরগণের রাজা এবং সেনাপতি ছিলেন। দেবগণ এই শুম্ভ নিশুম্ভ ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়। তাঁহারা স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত হন এবং বনে জঙ্গলে ঘুরিতে থাকেন। হিমালয়ের

* প্রকাশকের নিবেদন - শক্তিবাদীয় উপাসনা ও অর্থ উপাসনার জন্য সংকলিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

কুমারী কন্যা গঙ্গাস্নান করিতে ছিলেন। সেই সময় দেবতাগণ সেই কুমারী কন্যাকে মহাশক্তিরূপে স্তুতি করেন। চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ ইহাই প্রকৃত কুমারী স্তুতি। স্তুতিটি শুনিয়া কুমারী কন্যা বুঝিলেন তাঁহাকেই স্তুতি করা হইতেছে। তিনি পাহাড়ের উপর বসিলেন। তাঁহাকে ফুসলাইবার জন্য নিশুম্ভ দূত পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন ''যিনি আমার সমবল (ব্রহ্ম) তাঁহাকে আমি বিবাহ করিব। ইহা আমার বাল্যের প্রতিজ্ঞা। তোমরা তোমাদের রাজা শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে যাও এবং বল, আমাকে বলপ্রয়োগ করিয়া আগে পরাস্ত করুক।'' চণ্ডীর ৫ম হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত দেখা যায় এই কুমারী দেবীর সঙ্গে বহু অসুরের ও তাহাদের সৈন্য ও সৈন্য চালকদের যুদ্ধ হয় এবং সকলেই ধ্বংস হয়। অবশেষে শুম্ভ নিশুম্ভও ধ্বংস হয়। একজন কুমারীর মধ্যে কত শক্তি আছে ইহা সাধারণের বোধগম্য নহে। রামকৃত দুর্গাপূজায় (শারদীয়া) মহালক্ষ্মীরূপা দুর্গার পূজা হয় এবং সন্ধিপূজার সময় মহাকালীর পূজা হয়। আদি গুরু ব্রহ্মাকৃত কালীস্তোত্র সত্যযুগের গুরু অধ্যায়ে দেখুন।

২। নবদুর্গাপূজার দ্বিতীয়ে ব্রহ্মচারিণীর কথা আছে। এই ব্রহ্মচারিণীও নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ মন্ত্রে স্তুতা হইয়াছেন। শক্তিবাদ মঠের নবদুর্গামঞ্চে মায়ের ব্রহ্মচারিণীরূপ রক্ষিত আছে। ইনি যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষ ও বেদ পুস্তকধারিণী।

৩। নবদুর্গার তৃতীয় রূপ চণ্ডঘণ্টেতি। অসুররা উন্মত্ত হইয়া দেববাদী হিন্দু সমাজের উপর সর্বত্র অত্যাচার করিতেছে। এই অত্যাচার লীলা বর্ত্তমান ভারতে কিরূপ হইতেছে ইহা যে কোন চিন্তা শীল লোক বুঝিতে পারেন, ইহা দেখিয়া ব্রহ্মচারিণী (কুমারী) দেবী ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাই মায়ের চণ্ডঘণ্টারূপ।

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতুনো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥ চণ্ডী ১১ অঃ ২৭ শ্লোক॥

যে ঘণ্টাধ্বনি অসুরগণকে নিস্তেজ করে এবং যে ঘণ্টা পৃথিবীর একস্থান হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে সেই ঘণ্টাধ্বনি আমাদিগকে নিজ পুত্রের মত পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৪। কুষ্মাণ্ড - দেবীর চতুর্থরূপে দেখিলেন অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বানে কোন নেতার বা জনতায় সাড়া নাই, অর্থাৎ সব সমাজ কুষ্মাণ্ড ও অকালকুষ্মাণ্ড রূপে পরিণত হইয়াছে, দেবী ইহা দেখিতেছেন ও ব্যথিত হইতেছেন এবং বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইতেছেন। ইহাই দেবীর কুষ্মাণ্ডেতিরূপের কথা, এই রূপকে কুষ্মাণ্ডরূপে দেখানো হইয়াছে কারণ ইহা তামসাচ্ছন্ন। কালোরূপে দর্শক দর্শন করুন এবং দূর হইতে প্রণাম করুন। এই কুষ্মাণ্ডদের ও তাহাদের শিষ্যদের কথা শুনিয়া লাভ নাই।

৫। পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি - ইতিমধ্যে সমাজে অনেক ব্রহ্মচারিণী কুমারীর আবির্ভাব হইয়াছে। ছোট ছোট কুমারীদের দেখিয়া যুবকদের কামনৃত্য বহুদিন ধরিয়া সমাজের হাটে ঘাটে সর্বত্র দেখা যাইতেছিল। এখন কিছু কিছু কুমারীদের মধ্যে কৌমার্য্য ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব প্রস্ফুটিত দেখিয়া অনেক যুবকের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও নারীকে মাতৃশ্রদ্ধার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। স্কন্দ মানে অসুরনাশক বীর যোদ্ধা কার্ত্তিক।

ইহাদের অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধস্পৃহা দেখা দিয়াছে এবং কুমারীদের প্রতি মাতৃত্ব দেখা দিয়াছে। ইহাই মায়ের স্কন্দমাতেতি রূপ।

৬। ষষ্ঠং কাত্যায়ণী - কাত্যায়ণী দশভুজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী। বঙ্গদেশে এইরূপ মাতৃমূর্ত্তি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। জন্মকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ অসুর নাশক ছিলেন। তিনি কত অসুর যে নিজের একক শক্তি বলে ধ্বংস করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি অস্ত্র হীন ও সংগঠনহীন হইয়াই সকল অসুর নাশ করেন। বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি মা দুর্গা যেন সহস্র নয়নে ইহা দর্শন করিয়া উল্লসিত হইয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের গোচর ভূমিতে রাখাল বালকদের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লন এবং স্নেহ আদর দিতে থাকেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রিয় খাদ্য ননী খাওয়াইতেছিলেন। বৈকালবেলা রাখাল বালকেরা শ্রীকৃষ্ণের মা নন্দরানীর নিকট যাইয়া বলিতে থাকে -

দশভুজা এক রমণী
কোলে লইয়া তোর নীলমণি
ননী খাওয়ায় মা ননী খাওয়ায়।

গান্ধী খিলাফতী ছিলেন। কাজেই তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। ইন্দিরাও ঐ কারণেই যমের বাড়ী গেলেন। রাজীব মহম্মদ ইউসুফকে এমেরিকার ভারতমেলার বড়কর্ত্তা করিয়াছেন। তাহার বহু অপরাধী কুপুত্রকে এমেরিকার জেল হইতে কোলে তুলিয়া আনিলেন। ভারতের নেতারা আসাম, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং যে সব প্যাক্ট (চুক্তি) করিয়াছেন এবং জ্যোতিবাবু যে আইন কানুন ও নীতি পশ্চিম বাংলায় চালাইয়াছেন সে সব নীতি বিধি খিলাফতী নাকি শক্তিবাদী ইহা বিচার করিয়া দেখুন। ভারত ভাগকারী ও বিজাতিবাদী যবনগণকে পাকিস্থানে পাঠানো ভিন্ন পথ নাই। ভারতের নেতারা ইহার বিপরীত কার্য্য করিলে সেটা বৃন্দাবনের কাত্যায়ণী দুর্গানীতির বিপরীত নীতি জানিবেন। হিন্দুরা দুর্গাপূজাই করুন বা নবদুর্গা পঞ্চদুর্গা পূজাই করুন তাহাদের বুঝিতেই হইবে যে তাহারা অসুরনাশের জন্য এইসব পূজা করিতেছে নাকি খিলাফৎ করিবার নেশায় মাতিয়াছে। খিলাফৎ নীতি ও শক্তিবাদ নীতি সম্বন্ধে ভারতে শক্তিবাদীগণকে অবহিত হইতে হইবে।

৭। কালরাত্রীতি - ইহা কালীরই রূপ। দেশ যখন অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যায় তখনই মহামায়া আবির্ভূতা হন। ইহাও কালোস্তম্ভরূপে দেখানো হইল।

৮। মহাগৌরী - শৈলপুত্রী বালিকা মহামায়া যখন ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া নিজের মধ্যে নিশ্চল ব্রহ্মকে অনুভব করেন তখনই তিনি মহাগৌরী। ইহাই দেবীর মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের আভাষ। অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্বারা কেবল সমাজই রক্ষা হয় না ইহা ব্রহ্মজ্ঞান সাধনারও সিঁড়ি। অসুরের ভয়ে উটের মত বিপদগ্রস্ত পশুরা বালিতে নাক গুঁজে নিজেদের মহাজ্ঞানী মহাশক্তিধর মহাবুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে। আমরা হিন্দুদের এইভাবে বাঁচিয়া থাকিবার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান ও সমাজ রক্ষার অস্ত্র ধরিতে অনুরোধ করি।

৯। সিদ্ধিদাত্রী - আত্মজ্ঞান ও সমাজরক্ষাই সিদ্ধিলাভ। অস্ত্রহীন হইয়া সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না। শক্তিবাদে যদি শুদ্ধ কুমারীর আবির্ভাব হয় তবে যবনবাদের ধ্বংস কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

শিব, হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে হিমালয়ের রাজা দক্ষের পূর্ণ সম্মতি ছিল না, এই জন্য তাঁহার বাড়ীর যজ্ঞোৎসব কালে সব দেবতার নিমন্ত্রণ হইল, কিন্তু শিবকে তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন না। পার্ব্বতী পিতার যজ্ঞোৎসবে যাবেন ঠিক করিলেন এবং শিবের অনুভূতি চাহিলেন, শিব বলিলেন 'না'। পার্ব্বতী বলিলেন, ''পিতার বাড়ীর উৎসব সেখানে নিমন্ত্রণ কি? আমি পিতামাতাকে দেখিব, উৎসব দেখিব,'' শিব বলিলেন ''না, বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে নাই''। মা পার্ব্বতী তখন মহাশক্তির এক এক করিয়া দশরূপ ধারণ করিলেন। শিবের দশদিক মহাশক্তির আবির্ভাবে উজ্জ্বল হইয়া উটিল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার চিরউপাস্য মহাশক্তির দশরূপ পার্ব্বতী নিজের শক্তিবলে দেখাইলেন, শিব বিস্ময়াভূত হইলেন, মহাকালের এই দশরূপ শিব ভিন্ন কেহই জানিত না। মানুষ আজ ধনী হয়, এই ধন মহাশক্তির একটি রূপ, মানুষ অসুর ধ্বংস করে ইহা মহাশক্তির একটি রূপ, মানুষ জ্ঞানী হয় মহাশক্তিরই একটি রূপ, আবার মানুষ বিলয় হয় ইহাও মহাশক্তিরই রূপ, সাধারণ মানুষ কি মহাশক্তির এই সব রূপের কথা জানেন? ইহা পার্ব্বতীরই রূপ, ইহা শিবেরই অনুভূতি। এইরূপ দর্শনের পর শিব পার্ব্বতীকে যাইতে দিলেন কিন্তু বলিলেন ফল ভাল হইবে না। ইহার পরই দক্ষযজ্ঞ বিনাশ হইল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে শিব দ্বারা শক্তিপীঠ স্থাপিত হইল।

পূজামন্ত্র - ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটী পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

শক্তিবাদীয় গুরুধারা

সত্যযুগে তিনজন প্রধান গুরু, ১। শিব, ২। বিষ্ণু এবং ৩। ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টিকে মানস সৃষ্টি বলে। পরে এই সৃষ্টিই মৈথুনিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়। এখনও হিন্দুরা বিবাহ আদি কালে মৈথুনিক সৃষ্টির গুরু ব্রহ্মাকে প্রত্যেকটি মন্ত্রে স্মরণ করে। ব্রহ্মা সীমাহীন জ্ঞানের আধার। এই পৃথিবীতে তিনিই প্রথম আদ্যাশক্তি মহাকালীর পূজা করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে ব্রহ্মা কালীকে যে সকল মন্ত্রে স্তুতি করিয়াছিলেন সেই সবগুলি স্তুতিই অত্যন্ত উন্নত স্তরের জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

''ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতানিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ॥
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে॥
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতি মহাদেবী মহাসুরী॥

প্রকৃতি স্তঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী।
কালরাত্রি র্মহারাত্রি র্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥'' ইত্যাদি -

সত্যযুগের এই ব্রহ্মা গুরু যে কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং কত জ্ঞানী ইহার তুলনা করা চলে না।

সত্যযুগের দ্বিতীয় গুরু বিষ্ণু। ইঁহার প্রধান কাজ সমাজ পালন এবং অসুরনাশ করিয়া সমাজরক্ষা। বিষ্ণুর দশ অবতার - মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি।

বুদ্ধ পর্যন্ত অবতার হইয়া গিয়াছেন। এখন কল্কির যুগ। বুদ্ধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইসারা ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল মানুষকে অহিংসাবাদীয় ধর্মে প্রচুর পরিমাণে দীক্ষা দিলে অসুরবাদ আর উঠিবে না। কিন্তু মহম্মদের পরে মক্কায় যে সমাজবাদের প্রবর্ত্তন হয় ইহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব ও দৈববাদ সমূলে বিনষ্ট হয়। মক্কাবাদীয় সমাজবাদে নিষ্ঠুরতা, নারীর অপমান, লুঠ এবং মনুষ্যত্বের উপরে গুণ্ডামী সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত। কল্কিবাদীয় সমাজবাদ উঠিলে ইহা সমূলে বিনষ্ট হইবে।

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে করয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্
কেশব ধৃত কল্কি শরীরম্
জয় জগদীশ হরে॥

কথিত আছে কল্কি অশ্বকে বাহন করিয়া তীক্ষ্ণ ধার তরবারি ধারণ করিবেন এবং ম্লেচ্ছবাদীয় সমাজবাদ ছিন্নভিন্ন করিবেন। তাঁহার কার্য্যধারা ধূমকেতুর মতন অত্যন্ত করাল হইবে।

মৎস্য হলেন জলচর জীবের প্রথম নারায়ণের অবতার। জলপ্লাবনে বেদবাদীয় সমাজ ডুবিয়া যায়। নারায়ণ মৎস্যরূপে সেই বেদকে নিজের উদরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নারায়ণের দশটি অবতার। ইহাদের প্রত্যেকেরই কাজ ছিল বেদরক্ষা এবং অসুরনিধন। প্লাবনে বেদবাদীয় সমাজ ও বেদ যখন জলমগ্ন হইল তখন তিনি প্রথম মীনরূপে অবতীর্ণ হন।

সম্প্রতি মীনাক্ষী দেবীর মন্দির আমেরিকাতেও স্থাপিত হইয়াছে। সেই মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে শক্তিবাদ স্বামীজী কর্ত্তৃক লিখিত বাণীই ছিল প্রচারের প্রধান অবলম্বন। ইহা দেখিয়া আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি নারায়ণ আবার পৃথিবীকে বেদবাদে প্লাবিত করিবেন। পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রের মধ্যস্থলে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় কুর্ম্মরূপে বৃহৎ দুইটি ভূখণ্ড জলের উপর ভাসিতেছে, তাহারই একটিতে মীনরূপী মহাদেবীর আবির্ভাব। আজ ভারতের নেতাদের এবং বৃহৎ জনতার বেদবাদীয় ধর্মের বিরোধিতা দেখিয়া আমরা চিন্তিত নহি। আমরা জানি বেদবাদ আবার সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিবে। ইহারই সূচনা শক্তিবাদ ধর্মে রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই কচ্ছপরূপী আমেরিকার বুকে বেদবাদ ধ্বনিত করিয়াছিলেন। পাঠক শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত World Conqueror সব খণ্ডই পাঠ করুন। সেই সব বইতে মক্কা হইতে শিবের মুক্তি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

সত্যযুগের তিনজন গুরুর মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি বলিয়াছি। এবার আমরা শিব সম্বন্ধে বলিতেছি। শিবই হিন্দু সমাজের আদি গুরু। সমস্ত অধ্যাত্ম বিদ্যা ও লৌকিক বিদ্যার মূল শিব। মানবের যতরকম উচ্চ বিদ্যা সবই শিব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যে দিকে তাকাও জ্যোতিষ সঙ্গীত রাগরাগিনী নৃত্য সামগান, কারুকার্য্য, হরিকীর্ত্তন সবই শিবের প্রদত্ত বিদ্যা। জ্যোতিষ, কাব্য, চিকিৎসা, ভাষা, ব্যাকরণ, ধাতুবিদ্যা, সমাজব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র, দিব্যাস্ত্র, সবই শিব হইতে আসিয়াছে। হটযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ, মন্ত্রবিজ্ঞান ধ্বনিবিজ্ঞান সবই শিব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত ভারতে এবং পৃথিবীতে যাহাতে উচ্চস্তরের বিদ্যা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেইজন্য তিনি ভৈরবী চক্র নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপনা করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যে সব ধর্ম্ম সুপ্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও আছে সবই শিবের শিষ্য ভৈরবীচক্রের সাধকগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এখনও তাহার কঙ্কাল সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কালের স্রোতে হিন্দুধর্ম্মের এই সাধনার ধারা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বহুস্থান হইতে আজ বিলুপ্তির পথে। শিবের ধর্ম্ম আবার প্রতিষ্ঠিত হইলে পৃথিবীতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসিবে। মানুষের ব্যবহার দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া শক্তিবাদের পথ লইবে। এখনও ভারতে ভৈরবীচক্রের কঙ্কাল সম্বন্ধে অনেক শ্লোক প্রচলিত আছে।

চারিবর্ণ সম্বন্ধে শিব বলেন -

"প্রবৃতিঃ ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণঃ পৃথক পৃথক" (অর্থাৎ সংসার জীবনে চারবর্ণ পৃথক পৃথক)

"নিবৃতিঃ ভৈরবী চক্রে সর্ব্ববর্ণঃ দ্বিজোত্তম" (অর্থাৎ সন্ন্যাসজীবনে সব বর্ণ উত্তম ব্রাহ্মণের সমান।)

২। মাতাচ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বর।
বান্ধবা শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবন ত্রয়ম্॥

পার্ব্বতীকে মা ও মহেশ্বরকে পিতা জানিবে, শিব ভক্তগণকে আত্মীয় জানিবে এবং জন্মভূমিকে স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালের মত শ্রদ্ধা করিবে। এই নীতিতে সমস্ত পৃথিবীতে ভৈরবী চক্রের সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দও এই নীতিতে আমেরিকান গণকে ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

গণিত শাস্ত্রের প্রবক্তাও শিব এবং গণিতের শেষ সংখ্যা যে শূন্য ইহা ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ জানিত না। মন যে শূন্য হয় ইহা ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া কেহ জানে না। ইহা চিরদিনই শিব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল ও থাকিবে।

শাস্ত্রের প্রমাণ ও শিবমূর্ত্তি

১। ওঁ স্থিতাস্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে।
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাক্ষে।
লিঙ্গং তদব্রহ্ম বাচ্য সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি। (শিবাপরাধ স্তোত্রম্)

যাহা প্রণবময় এবং যাহা অনন্ত জীবনীশক্তিরূপে সুষুম্নামার্গে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ আত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ, যাহা অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার, যাহা জ্ঞানময়, যাহা পরম ব্রহ্ম নামে খ্যাত, যাহা সমস্ত জীবে (ব্রহ্মনাড়ীরূপে) অবস্থান করিতেছেন, যাহা মঙ্গলময় এবং যাহা ব্রহ্ম নামে খ্যাত এমন লিঙ্গকে আমি স্মরণ করি নাই।

২। অসিতি গৃহী সমাস্যাৎ, কজ্জ্বলং সিন্ধুপাত্রে।
স্থরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমূরভী॥
লিখেৎ যদি গৃহিতুয়া সারদা সর্ব্বকালং।
তথাপি তে গুণানাং ঈশোপারং না জাতি॥

পর্ব্বত পরিমাণ কজ্জ্বল, সিন্ধু সাগরের মতো জলপাত্রে ঘুটিয়া কালি প্রস্তুত করিয়া ঐ কজ্জ্বল অক্ষয় বৃক্ষের শাখার দ্বারা এই পৃথিবীর উপরে সরস্বতী স্বয়ং যদি সর্ব্বকাল লিখিতে থাকেন তবু তোমার (শিবের) গুণের অন্ত করা যাইবে না।

সমস্ত তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্রের মূল হইতেছেন শিব। এখনও লক্ষ লক্ষ তন্ত্র পুস্তক হস্তলিখিতভাবে রক্ষিত আছে। আমার গুরু পরম্পরাতেও এইরূপ হস্তলিখিত তন্ত্রশাস্ত্র প্রচুর পরিমাণ রক্ষিত ছিল। অভিজ্ঞতা ও যত্নের অভাবে সেইসব মূল্যবান গ্রন্থগুলি উইএর ঢিবিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের কথা।

নানা ঘাত প্রতিঘাতে ও স্বার্থে নিম্নস্তরের সাধকদের অদূরদর্শিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম এই পৃথিবীতে অনেক স্থাপিত হইয়াছে। মহম্মদ প্রবর্ত্তিত মক্কাবাদ ধর্ম্মের মত নিষ্ঠুর নীচতা, পাপ কর্ম, নারী নির্যাতন, নারী অপমান, লুঠ, অনাহারে ও অযত্নে দেওয়াল ঘেরিয়া আবদ্ধ রাখিয়া মৃত্যু লীলা প্রত্যেকটি মুসলমান শাসকের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে যদি কেহ ধর্ম মানিতে চায় তাহা হইলে অন্য সব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মেও মক্কাবাদীদের দুষ্কার্য্যগুলিকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য বিশেষভাবে আইন সম্মত করা উচিৎ। সকলের জানা উচিৎ প্রতিশোধ ভিন্ন দুষ্টের প্রতিকার হয় না।

যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উচ্চধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে এইজন্য শিব সমবেত কীর্ত্তনের জন্য যেসব উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলি আমরা এখানে প্রকাশ করিতেছি।

সত্যযুগ হইতেই শক্তিবাদ ধর্মে হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে।

সত্যযুগের কীর্ত্তন - ওঁ নারায়ণ পরা বেদা, নারায়ণ পরাক্ষরাঃ, নারায়ণ পরা মুক্তি, নারায়ণ পরাগতিঃ।

ত্রেতাযুগের কীর্ত্তন - ওঁ রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন কৃষ্ণ কেশব কংসারি হরে বৈকুণ্ঠ বামন।

দ্বাপরযুগের কীর্ত্তন - ওঁ হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষঃ॥

কলিযুগের কীর্ত্তন - ওঁ হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

২১.১১.১৯৭৯ (১৪শ হিজরী) দিনাঙ্কে মক্কার কৈবল্য শিব বেদাচারে জল, ফুল ও ফলে পূজা পাইয়া মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার স্মৃতি বাহক শিবমূর্ত্তি শক্তিবাদ মঠে হরি কীর্ত্তন

মঞ্চের দক্ষিণ দিকে স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। উত্তরে শীতলা মূর্ত্তি অবস্থিত আছে।

ভোলে বাবা পার করেগা

যে কোন দিন শিব তীর্থে তীর্থ যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ একটি বাঁক কাঁধে লইয়া, 'ভোলে বাবা পার করেগা' 'হর হর বম্‌বম্‌' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে শিবের তীর্থ মন্দিরে পূজা করিতে যাইতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁকের একদিকে গঙ্গাজল, অন্যদিকে ফুল. বেলপাতা, নৈবেদ্যাদি থাকে। এক যুগে এক ব্যাধ প্রথম বাঁক কাঁধে লইয়া বিশ্বনাথ শিব পূজার জন্য গিয়াছিলেন। এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কাশীর বিশ্বনাথ ধামে। শিবরাত্রি ব্রতকথায় এই কথার উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে শিবরাত্রির মত তপস্যা আর নাই। ব্যাধ শিব পূজা করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন। আজও শিব রাত্রির পূজায় শিব ও পার্ব্বতীর সাথে এই ব্যাধের পূজা হয়। ইহা দেখিয়াও ''তথাকথিত অছ্যুৎরা দেবমন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী'' বলা কি সঙ্গত? আমরা হিন্দুগণকে এইরূপ মনোভাব ত্যাগ করিতে বলি। অছ্যুৎদের অহিন্দু বলা অন্যায়, সেটাও একটা পাপ। অছ্যুৎদের দ্বারা পূজিত আদি বিশ্বনাথ শিব মন্দির এখনও যবনদ্বারা অধিকৃত। অছ্যুৎ ও বর্ণহিন্দুদের সমবেতভাবে এই মন্দির উদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

পৃথিবী যখন জলমগ্ন ছিল, তখন নারায়ণ মৎস্যরূপে বেদরক্ষা করিয়াছিলেন, কারণ তখন জলময় বিশ্বে মৎস্য ছাড়া কোন জীব ছিল না। এই জলে ধীরে ধীরে স্থল দেখা দিল, তখন নারায়ণ কচ্ছপরূপে আসিলেন বেদ রক্ষার্থে, কারণ কচ্ছপ জল ও স্থলে বিচরণ করিতে পারে। ইহাই কূর্ম্ম অবতার, ইহার পর জলের ধারে ধারে কর্দ্দম এবং একটু উপরে শুষ্ক পৃথিবী, এখানে নারায়ণ জল কর্দ্দম এবং পৃথিবীর শুষ্কস্থলে বিচরণ করার যোগ্য জীব শুকর অবতার রূপে আসিলেন, ইনিই বরাহ। জল ও স্থলের সংযোগে বৃক্ষাদি উদ্ভব হইল, সেই সব নবীন বনে সিংহ ও হিংস্র জীবের আবির্ভাব হইল, তখন সিংহ ও নরের অংশ বিশেষে নারায়ণ নৃসিংহ অবতাররূপে আসিলেন, ইহার পর বামন অবতার, ইনি ক্ষুদ্র হস্তপদ ও মস্তকধারী নরনারায়ণ। পৃথিবী ক্রমে জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। তখন বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া মানুষের বাসোপযোগী করিতে হইবে। নারায়ণ কুঠার হস্তে পরশুরামরূপে আসিলেন। ইহার পর রাম। বৃক্ষে বাস করিবার জন্য নানারকম পাখী আসিল তাহাতে হিংস্র পাখীও ছিল। তাহাদিগকে নাশ করিবার জন্য নারায়ণ রামরূপে ধনুর্বান হস্তে আসিলেন। এইবার মানব সমাজে আসুরিক অত্যাচার দেখা দিল। তখন নারায়ণ কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং সমাজে অসুর বিরোধী মনোভাব গড়িয়া তুলিলেন। যখন অসুর ও দানবের অত্যাচার সভ্যমানব সমাজকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল নারায়ণ বুদ্ধরূপে আসিয়া সকলকে শান্তি ও অহিংসাধর্মে দীক্ষিত করিলেন। ইহাই বুদ্ধ অবতার, ক্রমে এই শান্তি ও অহিংসা ধর্মের আড়ালে অধর্ম্ম কুধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া লুঠ, নারীহরণ, নারীনির্যাতন এবং সৎ লোকের প্রাণনাশরূপ-দুষ্কার্য্য দেখা দিল। ইহাই ম্লেচ্ছ যবনের অত্যাচার। এই ম্লেচ্ছ যবনকে নাশ করিবার জন্য নারায়ণ কল্কিরূপে আসিতেছেন - অবতারগণের ক্রম বিকাশে ইহাই শিবের বাণী।

জ্যোতির্লিঙ্গ শিব ও কুমারীপূজা

গুরুদেব যখন আমাকে প্রথম দীক্ষা দেন তখনই তিনি আমাকে বলিয়া ছিলেন, ''আজ তোমাকে যে দীক্ষা দিতেছি, ইহা অত্যন্ত উন্নতস্তরের দীক্ষা, আমাদের গুরু পরম্পরায় পূর্ণাভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত গুপ্তচক্রের কোন কথাই কোন শিষ্যকে বলা হয় না। কিন্তু আজ তোমাকে সেই সব গুপ্ত কথা সবই ব্যক্ত করিলাম।'' এই ঘটনা ঘটিয়াছিল চুনারের ব্রহ্মগঞ্জ গ্রামের গঙ্গাতটস্থ ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে, ইহা একটি প্রাচীন মঠের ভগ্নদশাগ্রস্ত গৃহ বা আশ্রম ছিল। সেটি এখনও একই রূপে বিদ্যমান আছে। মঠের মধ্যে দুইটি পাকা কুঠুরী এবং সম্মুখে খোলা বারান্দা, দুটি কুঠুরীর মধ্যে একটি কুঠুরীতে একটি প্রাচীন সমাধি পীঠ ছিল। আমি যখনই ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে যাইতাম তখনই ঐ সমাধি ক্ষেত্রের ধারে বসিয়া সাধন পূজন করিতাম। ঐখানেই আমার প্রথম কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয় এবং মস্তিষ্কের সহস্রার ও মেরুদণ্ডস্থিত ষট্‌চক্র সম্বন্ধে অনেক অনুভূতি এখানে উদ্ভাষিত হইয়াছিল। আশ্রমটি আমার নিকট অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যভূমি সন্দেহ নাই। মন্দিরটির আঙ্গিনার মধ্যে শ্রীশ্রীমহাবীরের ছোট্ট মন্দির। বাহিরের দেওয়ালে অনেক প্রাচীন সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। নিকটেই অফুরন্ত উদার গঙ্গা ও চুনার দুর্গ, যাহার এক অংশে আমার সাধনভূমি ভৈরবগুহা অবস্থিত। আমি সেই ভৈরবগুহায় বহুদিন অবস্থান করিয়াছি। চুনার দুর্গ, ভৈরব গুহা, ব্রহ্মগঞ্জের ঘাট ও গুরুদেবের ক্ষুদ্র আশ্রম চিরদিন আমার অন্তরে জাগ্রত থাকুক। আমি সদা এই আশা হৃদয়ে পোষণ করি।

আমরা আদি গুরু শিব সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। গুরুদেব আমাকে যে সময় দীক্ষা দিলেন উহা যে জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের দীক্ষা উহাতে একবিন্দু সন্দেহ করিবার কারণ নাই, আমি গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম তের চোদ্দ বছর বয়সে, গৃহে থাকিতেই আমি এই আশ্রম ও এই মহাপুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম।

আমি পর পর দুইটি স্বপ্ন দেখি, প্রথমটি ছিল একটি কুমারী কন্যা সম্বন্ধে, তাহার পরদিনই অপর স্বপ্নটি দেখি সেটি আমার গুরুদেব সম্বন্ধে, দুইটি স্বপ্নের কথা বিস্তারিতভাবে সিদ্ধ সাধক গ্রন্থে বলা আছে।

যোগিনী তন্ত্রে এবং অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে মহারাজ যযাতির কথা আছে। তিনি মহারাজ নহুশের পুত্র ছিলেন, যযাতি বৃদ্ধ হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার যৌনভোগস্পৃহা কমিল না, তিনি কি কর্ত্তব্য সেই বিষয়ে ঋষিগণের পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনাকে যৌবন আনিয়া দেওয়া যায় যদি কোন যুবক স্বেচ্ছায় তাঁহার যৌবন আপনাকে দান করিয়া আপনার বার্দ্ধক্য নিজে গ্রহণ করেন। আপনি আপনার পুত্রদের ডাকুন, বড়পুত্র দুইজন এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, ছোটপুত্রটি রাজী হইলেন, ঋষিগণ যথাবিধি অপারেশন করিয়া উভয়ের গ্ল্যাণ্ড বদলাইয়া দিলেন, যযাতি যৌবন পাইলেন। ইহার পর যযাতি বড়পুত্র দুইজনকে লিঙ্গের ছাল কাটিয়া যবন করিয়া বেদাচার বহির্ভূত করিলেন, এবং হিমালয়ের পশ্চিমে নির্বাসন করিয়া দিলেন। নির্বাসন কালে ঢাকঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হইল এবং নানা রকম অপমানকর ব্যবহার করা হইল।

আমার মতে ইহা অন্যায় হইয়াছে। বৃদ্ধ অন্যের যৌবন লইয়া এবং নিজের বৃদ্ধত্ব অন্যকে দান করিয়া যুবকত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহাকে কোন উচ্চনীতি বলিয়া মানা যায় না। ভারতের বুকে এইরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্য এইরূপ ঘটনা ঘটানো কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

আজকাল অনেকের ধারণা লিঙ্গকাটাদের আবার বেদাচারে অঙ্গীভূত করা যাইবে। আমাদের দেশের লিঙ্গছালকাটা মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলিলে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। ইহারা শিক্ষাদীক্ষা পাইলেও লিঙ্গছালকাটার দুর্বুদ্ধি একটুও যায় নাই। সকলের জানা উচিৎ লিঙ্গছালকাটাদের পক্ষে বেদবাদগ্রহণ অত্যন্ত কঠিন। ইহারা লৌকিক জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে পারেন কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যায় আত্মজ্ঞান অসম্ভব। ইহাদের বংশে ঈশ্বর প্রদত্ত লিঙ্গছালকাটা বন্ধ করিলে তবেই তাহাদের সন্তানগণের বৈদিক জ্ঞানলাভ সম্ভব হইতে পারিবে।

যযাতি পরবর্ত্তী কালে বুঝিলেন ভোগে কখনও কামবৃত্তির ক্ষয় হয় না, ইহার ক্ষয় হয় আত্মজ্ঞান অনুশীলনে। ঋষিগণের দ্বারা পুনরায় তিনি পুত্রের বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিলেন এবং নিজের যৌবন পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন এবং বাকি জীবন বৈদিক জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

যযাতির বহিস্কৃত পুত্রদ্বয় মক্কার মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া শিব সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শিব দর্শন দিলেন, তাহার ভারতবর্ষে ধর্ম্ম, মন্দির, নারী এবং শাসনযন্ত্র হস্তগত করিয়া হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার করিবেন বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। শিবের তখন সবে সমাধিভঙ্গ হইয়াছে, তখনও লৌকিক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় নাই। কাজেই সমাধির ঘোরে বলিয়া ফেলিলেন, হাঁ তাহাই হইবে।

পার্ব্বতী নিকটে ছিলেন। তিনি শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন এইরূপ বর হইতে পারে না। তোমাকে এইরূপ বর সংবরণ করিতেই হইবে। অনেক তর্কাতর্কির পর শিব বলিলেন, আমি বরের সময় কম করিয়া দিতেছি। কলিযুগের ৯৮১ শকাব্দে ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছদের রাজত্ব আরম্ভ হইবে এবং ৯৮১ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যবনদের প্রভাব থাকিবে। শিব আরো বলিলেন, এই সময়ের মধ্যে যদি কেহ আমাকে বেদাচার ও জলফুলফলে পূজা করেন তাহা হইলে আমি এই স্থান হইতে মুক্তিলাভ করিব এবং যবনবাদ ধ্বংস হইবে। বেদাচারে ও জলফুলে পূজার আগে পর্য্যন্ত এই মক্কার মন্দিরে বন্দী থাকিয়া যবনদের দ্বারা আমি ম্লেচ্ছাচারে নির্যাতিত হইব। ১৯৭৯ সালের ২১ শে নভেম্বর মহম্মদের পূর্ব্বে যাহারা শিবের পূজা করিতেন তাহারা একত্রিত হইয়া মক্কা মন্দিরে প্রবেশ করে এবং আর্যাচারে গঙ্গাজল ফুল বেলপাতাসহ শিবের পূজা করে। এতদিন তাহারা বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিল। শিব বলিলেন যতদিন আমার মুক্তি না হয় ততদিন আর্য্যগণ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শন করিবে এবং কুমারী পূজা করিবে। এই পুণ্যফলে আমার মুক্তি এবং যবনবাদ ধ্বংসের সময় নিকটবর্ত্তী হইবে। আজ ভারতের কংগ্রেসী কম্যুনিষ্টরা যতই আস্ফালন করুক এবং চীন ও রুশিয়া পদে তৈল মর্দ্দন করুন এবং মুসলমানদের পাদোদক পান করুন না কেন আর্য্যরা ভালই জানে যবনবাদ ধ্বংসের যুগ আসিয়া গিয়াছে। আমার গৃহত্যাগের পূর্ব্বে আমি একদিন অন্তর দুইটি স্বপ্ন দেখি। আমি আমার গুরুদেবকে চুনারে ব্রহ্মগঞ্জ গঙ্গাতটে

দর্শন করি। সেখানে তিনি আমাকে প্রথম দীক্ষা ও সাধনার নির্দ্দেশ দেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শিবের বাণীর সহিত আমার গুরুদেবের এই আদেশের সামঞ্জস্য আছে। সাধনায় প্রবেশ করিবার কয়েক বৎসর পরেই আমার কুণ্ডলিনী জাগরণ হইল। মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর অনেক কথা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ইহাই যে শিবের বাণী ''দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবদর্শন'' ইহাতে সন্দেহ নাই। দ্বাদশ বর্ণ সমন্বিত গুরুপাদুকা মন্ত্রটি ব্রহ্মরন্ধ্রে কিভাবে অবস্থিত আছেন গুরুদেব আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মস্তিষ্কস্থিত এই দ্বাদশ বর্ণ পীঠগুলিই যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পীঠের সূক্ষ্ম কেন্দ্র ইহাতে আমি কোন সন্দেহ করি না। শিব বলিয়াছিলেন আর্য্যরা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পীঠ দর্শন করুক এবং কুমারী পূজা করুক। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে যে দুইটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহাদের একটিতে একটি কুমারীর কথা উল্লেখ আছে। ঐ কুমারীটি আমার সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছিল। স্বপ্নের ঐ অংশ যদি কখনও সত্য হয় তবে ভারতে ম্লেচ্ছবাদ ধ্বংস হইবেই। শিবের বাণীর এক অংশ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শন ইহা তো আমার জীবনে ভালভাবে ফলিয়াছে। ইহা আমি ক্রমবিকাশ ও সিদ্ধসাধক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। অপর অংশ কুমারীর লহিত পরিচয় সেটা কখন হইবে আমি বলিতে পারি না, ঐ কুমারীর খোঁজ আমি জীবনভর করিয়াছি। আমার এই ৮৬ বৎসর বয়সে ঐ স্বপ্নদৃষ্ট কুমারী আছে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। যদি তাহার পুনর্জন্মান্তরে আমার সহিত পরিচয় হয় তবে যবনবাদের ধ্বংস কেহই রুদ্ধ করিতে পারিবে না, কারণ ইহা শিবের বাণী। গুরু আমাকে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা আমার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট কুমারীর সহিত সংযোগ হইলে যবনবাদ নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ করি না।

মহাভারতের যুদ্ধ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন ভূমিতে অবতরণ করিয়া দুর্গাস্তোত্র পাঠ কর। দুর্গাস্তোত্রের প্রথম ছত্রটি হইতেছে - নমস্তে সিদ্ধসেনানী আর্য্যে মন্দর বাসিনী, কুমারী, কালী, কপালী...ইত্যাদি। শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী লিখিত গীতার শক্তিবাদ ভাষ্যে বিস্তারিত দেখুন। জীবন যুদ্ধময়। আত্মা চিরযোদ্ধা। ইহাই সিদ্ধ সেনানী এবং ইহাই দুর্গা, তিনিই কুমারী। চণ্ডীর পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করুন। ইহাই চণ্ডীর তৃতীয় রূপ। চণ্ডীর প্রথমরূপে মহাকালী, দ্বিতীয় রূপে মহালক্ষ্মী, তৃতীয়রূপে মহাসরস্বতী বা কুমারী। এই কুমারীস্তোত্রটিতে নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দেখিতে পাইবেন। এই কুমারীর সহিত সকল অসুরের যুদ্ধ হয় এবং সকলেই ধ্বংস হয়। হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা না করিয়া যুদ্ধ করিতে শিখুন এবং কুমারীদের শেখান।

যবনযজ্ঞ

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রথম যবনযজ্ঞ করেন ১৯৭৩ সালে আমেরিকায়, তারপর ভারতে ১৯৭৬ সাল হইতে প্রতি বৎসর এই যবনযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। যবনযজ্ঞের অর্থ হইল Purification of Yabanas অর্থাৎ যবন শুদ্ধিকরণ। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষরা বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া যবনবাদ গ্রহণ

করিয়াছিল তাহাদের বংশে পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই যবনযজ্ঞ। এই যবনযজ্ঞের প্রভাবে যাহারা স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তাহারা শুদ্ধিযজ্ঞের জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিবে।

১। পাপনাশন মন্ত্র - ওঁ লিঙ্গোচ্ছেদোদ্ভবং পাপং নাশয় পরমেশ্বর।

২। শুদ্ধিমন্ত্র - ওঁ অপবিত্রো পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা.
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষ স বাহ্যাভ্যন্তর শুচি।

৩। বিষ্ণু স্মরণ - ওঁ তদবিষ্ণু পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্
ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ॥

যবনরা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বৈদিক নাম রাখিবে। গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া শিখা রাখিবে এবং তাহাদের বংশে কাহারও ছুন্নতের পাপ আর হইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে।

সত্য যুগের মহান গুরুর মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিনজন গুরুর কথা আমরা বলিয়াছি। ত্রেতায় তিনজন প্রধান গুরু হইতেছেন বশিষ্ট দেব, শক্তি ও পরাশর, দ্বাপরের প্রধান গুরুরা হইতেছেন ব্যাস, শুকদেব।

কলির প্রথম গুরু হইতেছেন গৌড়পাদ, তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায়, তাঁহার শিষ্য যোগীরাজ গোবিন্দ পাদ, তিনি ১০০০ বৎসর কাবেরী নদীর তীরে সমাধিস্থ ছিলেন, তাঁহার সমাধিকালের শেষভাগে কাবেরী নদীতে প্লাবন হয় এবং তাঁহার সমাধি মন্দিরটি ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি সমাধি লইবার পূর্ব্বে একথা বলিয়া গিয়াছিলেন যে কাবেরী নদীর প্লাবনে তাঁহার সমাধি মন্দিরটি ডুবিয়া গেলে তিনি আর ফিরিবেন না, তাঁহার পরবর্ত্তী গুরু হইতেছেন শঙ্করাচার্য্য। যথা সময়ে কাবেরী নদীর প্লাবন হইলে গোবিন্দপাদের শিষ্যরা কি করিয়া সমাধি মন্দিরটি রক্ষা করা যায় এজন্য চারিদিকে ছোটাছুটি করিতে থাকেন, ঐসময় শঙ্করাচার্য্যের (৮ বৎসর) সাথে তাঁহাদের দেখা হয়। তিনি বলিলেন তোমরা নতুন একটি কলসি আমাকে দাও, আমি কাবেরী নদীর জল বন্ধ করিয়া দিব, সেই সময় কাবেরী নদীর জল গুহার নিকটস্থ হইয়াছে। তিনি মাটির সাহায্যে গুহার মুখটি উঁচু করেন এবং তাহার মধ্যে ছোট্ট একটি গর্ত করিয়া কলসিটি এমনভাবে বসাইয়া দেন যে সমস্ত জল কলসিটির মধ্যে পড়িতে থাকে। সেই সময় কাবেরী নদীর বন্যাস্ফীতি বন্ধ হইয়া যায় এবং জল নীচে নামিয়া যায়, এই ঘটনা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তখন শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসীদের বলেন, আসুন আমরা গোবিন্দ স্তোত্র পাঠ করি এবং আচার্য্য গোবিন্দের সমাধি ভঙ্গ করি। স্তোত্রটি যাঁহারা দেখিতে চান তাঁহারা শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে দেখুন। গোবিন্দের সমাধি ভঙ্গ হইলে নানা রকম জড়িবুটির সাহায্যে সাধুরা তাঁহার শরীরে শক্তি সঞ্চারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন, আচার্য্য শঙ্কর গোবিন্দের নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কলিযুগের প্রথম গুরু গৌড়পাদ হইতে একটি তান্ত্রিক সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহাকে আনন্দ মঠের ধারা বলে। এই ধারাতে সাধনা এবং যোগ সাধনার ক্রম আছে। এই গুরুর ধারায় ১৪২ সংখ্যক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী শক্তিবাদ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন।

ইহা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এখানে কোন মহাপুরুষ কিভাবে বৈদিক ধর্ম্মের বীজ রক্ষা করেন ইহার রহস্য কেহই জানে না। আজ ভারতবর্ষের কংগ্রেস ভারতভাগকারী বিজাতিবাদী মুসলমানের পদলেহনে মত্ত হইয়াছে, C.P.I. মস্কোর পদমর্দ্দনে উল্লসিত, CPM পিকিং এর দাসত্বে উৎফুল্ল। ভারতের বেদবাদী হিন্দুরা প্রতিপদে অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত। এই সন্ধিক্ষণে শক্তিবাদ মঠের পাদদেশে বসিয়া শক্তিবাদ স্বামী গুরুগণের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। ভারতের এই ভীষণ দুর্দশার প্লাবনে ভারত কিভাবে রক্ষা পাইবে ইহা মহাশক্তি মহামায়ই জানেন। শক্তিবাদ মঠ স্থাপিত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর মঠের উপর এবং মঠের প্রতিষ্ঠাতা শক্তিবাদ স্বামীর উপর কিরূপ অত্যাচার চলিতেছে ইহা আমি নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশ, কানাডা, আমেরিকা, লণ্ডন প্রভৃতি কোন দেশেই ইহার সমতুল্য অত্যাচার ও অনাচারের কথা আমি কখনও শুনি নাই। যবনের পদলেহন কারী দুর্বৃত্তদের দ্বারা ভারতের শাসন এবং পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির রাজ্য শাসন কি পর্য্যায়ে চলিয়া গিয়াছে উহা হিসাব করিবার ক্ষমতা আমার নাই। ইহারা সমস্ত সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়াছে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা মা বেদবাদী ভারতকে রক্ষা করুন।

খুব বাল্যকালের কথা - আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা হইয়া গেল, দুর্গাপূজার পর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। আমরা কয়েকজন বালক লক্ষ্মীপূজার নিমন্ত্রণ খাইয়া ছোট নৌকায় ফিরিতেছি। ইহার পরেই রাস পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি। আমার বয়স হয়ত পাঁচ বৎসরের কাছাকাছি। স্বপ্নে দেখিলাম বহুদূর উচ্চ আকাশ চন্দ্রের আলোতে ভরিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে একটি জ্যোতিপূর্ণ কুণ্ডলাকৃতি পথ পৃথিবীর দিকে নামিতেছে। সেই পথে শত শত কৃষ্ণ ও শত শত রাধিকা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে করিতে নৃত্য ভঙ্গিতে পৃথিবীর দিকে নামিতেছেন। কুণ্ডলাকৃতি পথটি আমার চক্ষের সামনে একটি বড় কুণ্ডলাকৃতি পথরূপে পরিণত হইল। আমি দেখিতেছি সেই সব কৃষ্ণ এবং রাধিকাগণ আমার সম্মুখস্থ কুণ্ডলাকৃতি পথে নৃত্য করিতেছেন এবং ঘুরিতেছেন। তাঁহারা ধীরে ধীরে আবার উপরের দিকে সেই কুণ্ডলাকৃতি পথ ধরিয়া বহু উপরে চলিয়া যাইতেছেন এবং কোথায় যেন উচ্চ আকাশে যাইয়া মিলিতেছেন। স্বপ্নটি এই ভাবেই শেষ হইল। স্বপ্নটি খুবই সুন্দর। দিন রাত আমার মনে ইহা জাগিতে ছিল। আমি ইহার কোন রহস্যই বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের গ্রামে একজন বৈষ্ণব সাধু আসিতেন এবং অনেক সময় বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলিতেন, আমি খুব ছোট্ট একখানা পত্রে তাঁহাকে স্বপ্নের কথা লিখিলাম এবং ইহা কি এবং কেন জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরে তিনি বৈষ্ণবোচিত উচ্ছ্বসিত ভাষায় আমাকে জানাইলেন ‘‘এই স্বপ্নকথা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস, তুমি মায়ের শিশু, ব্রজের বালক, এবং কিশোরীদের খেলার সাথী।’’

আমাদের বাড়ীতে একটি অতি সুন্দর মহালক্ষ্মীর পাথরের মূর্ত্তি ছিল, সেই মূর্ত্তির সঙ্গে আমি, বাল্যকাল হইতেই স্নেহসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। আমার এই স্নেহসূত্র সম্বন্ধে আমি কোনদিন কোনকথা কাহাকেও বলি নাই।

মায়ের এই স্নেহসূত্রের কথা ঐ বৈষ্ণব সাধু কি করিয়া জানিলেন, আমি ব্রজের বালক বা কিশোরীদের খেলার সাথী এই কথাই বা তিনি কি করিয়া জানিলেন? যাহা হউক,

তাঁহার এই পত্রের কথা আমার মনে এখনও জাগ্রত আছে, আমি বাল্যকালের দুইটি স্বপ্নের কথা সিদ্ধসাধক গ্রন্থে লিখিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি বালিকা কুমারীর কথা আছে। তাহার পর আমি সাধু হইয়াছি, গুরুর নিকট থাকিয়া সাধন ভজন তপস্যা সব করিয়াছি কিন্তু বালিকাটির কথা আমি কখনও ভুলি নাই। এই প্রসঙ্গে আমি গুরুদেবকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ছোট ছোট বালিকাদের প্রতি আমার এত টান কেন। তিনি বলিলেন তুমি মায়ের সাধক কাজেই কুমারীদের প্রতি তোমার টান থাকা স্বাভাবিক। রাখালদের সঙ্গে চুনারের আনন্দমঠ পাহাড়ে আমি খুব মিশিতাম না, কিন্তু তাহাদের কাছে আমি লাঠি খেলা শিক্ষা করিতাম। গোজাতির প্রতি আমার কিরূপ আন্তরিক ভালবাসা ছিল এবং তাহারা কিরূপ বশীভূত ছিল সে সকল কথা সিদ্ধসাধক গ্রন্থে আমি অনেক বলিয়াছি। হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের কথা আমি বাল্যকাল হইতে জানি, ইহার কি প্রতিকার সে কথাও আমি ভাবিতাম. গান্ধী যখন প্রথম অনশন করেন সেসময় হিন্দু মুসলমানে বড় রায়ট হয়। তখনও আমি ভাবিতাম যে ভারতবর্ষের উপর এই পাপ জাতির অত্যাচার কবে শেষ হইবে? গুরুদেব আমার মনোভাবের অনেক কথা লক্ষ্য করিতেন, কোন কোন দিন প্রশ্নও করিতেন, উত্তরে আমি দিল্লীর রায়টের কথা ও গান্ধীজীর অনশনের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন এইরূপ চিন্তায় আমিও অনেকদিন মগ্ন ছিলাম, একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, হিন্দু মুসলমানে অনেক মারামারি ও রক্তারক্তি হইয়া গেল, অবশেষে সব মুসলমান হিন্দু হইয়া গেল। ভারত শান্ত হইল। বৈষ্ণব সাধুর ভবিষ্যৎ বাণী আমার সবটাই ফলিয়াছে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি আমাকে এসব কথা বলিয়াছিলেন উহার প্রভাব আমার মনে কোন দিন ছিল না।

যোগিনীতন্ত্রে শিব বলিয়াছেন জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শন কর ও কুমারী পূজা কর, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা পাইবে।

গুরুদেব আমাকে জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের সাধনার উপদেশ দিলেন কেন, আমিই বা জীবন ভরিয়া কুমারী খুঁজিয়াছি কেন উহার মর্ম আমি এখন বুঝিতে পারি। আমি বলিব ইহা আমার আদি গুরু শিবেরই প্রভাব। তাঁহারই প্রভাবে হয়তো গুরুদেব আমাকে এইরূপ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি কাহার প্রভাবে গৃহত্যাগ করিলাম এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম তাহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। তখন তো আমি বালক এবং আমাকে কে বাহির করিয়া লইয়া গেল, কে আমাকে রক্ষা করিল, আমার জীবনে কুমারীদের প্রভাব আসিবে কিনা তাহাও আমি জানি না। আমি চাহি, ম্লেচ্ছবাদ ভারত হইতে বিলুপ্ত হউক। শিবের আদেশ, গুরুর উপদেশ, কুমারীর আন্তরিকতা এবং ভারতের দুর্দ্দশা সবই আমার মনে জাগে। আমার জীবনে আমি এইসব দেখিয়া যাইতে পারিব কিনা জানিনা।

হিন্দুর দ্বার দেবতা গণেশ ও লক্ষ্মী

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রত্যেক হিন্দুর দোকানে, গৃহে, শিক্ষাগৃহে, রন্ধনগৃহে ও কর্ম্মক্ষেত্রে একটি গণেশমূর্ত্তি ও একটি লক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। নিত্য এই দেবতার পূজা হয়।

গণেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু দেবতা। গণেশের পূজা না করিয়া কোন দেবতার পূজাই সম্ভব নহে। গণেশ মানে গণদেবতা, অর্থাৎ হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ, গণবদ্ধ থাকিয়া অসুর ধ্বংসের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে। গণেশ দন্তের আঘাতে অসুরদের পেট চিরিয়া ফেলিবে এবং সেই রক্তে শরীরকে রক্তমাখা করিবে। ইহাতেই নিজেকে শোভায়মান ভাবিয়া আনন্দিত হইবে। অন্য অংশে গণেশকে জ্ঞানের, যুক্তির, সত্য ও ত্যাগের এবং বুদ্ধিশক্তির প্রতীক বলা হইয়াছে। শক্তিবাদ মঠের ক্রমবিকাশ গ্রন্থে গণেশধ্যান দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মী প্রতি হিন্দুগৃহের গৃহদেবতা। ধন, ঐশ্বর্য্য, বিপুল খাদ্যসম্ভার. গোধন, পশুপালনক্ষেত্র, ফলফুল, বাগান ও নিত্য বহু আপনজন প্রতিপালন ও ঔষধাদির প্রাচুর্য্যের প্রতীক হইতেছে এই লক্ষ্মীমূর্ত্তি।

১৯৮৩ সনে আমি আমেরিকায় ছিলাম। ১৯৮৪র ইলেকসনে রেগনই যে পুনরায় জয়ী হইয়া প্রেসিডেণ্ট হইবেন ইহার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলাম।

ইলেকসনে জয়লাভের পর আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রেগনকে ধন, ঐশ্বর্য্য ও উন্নত অস্ত্রবিদ্যার উৎসাহদাতা ও হিন্দুর নেতা বলিয়া আমি প্রশংসা ও সম্মান করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে ইহাও লিখিয়াছিলাম যে তিনি উন্নত ধরণের অস্ত্র আবিস্কার ও শিক্ষাদাতা বলিয়া আমার মতন বহু হিন্দুর নিকট সম্মানিত।

গণেশ* ধন, ঐশ্বর্য্য ও অস্ত্রাদির† উন্নতির উৎসাহদাতা। কিন্তু হিন্দুরা ১000 বৎসর ধরিয়া গণেশের নীতিকে অবহেলা করিবার দরুণ নানাভাবে যবনদের দ্বারা এবং যবনমূর্খ নেতাদের যবনতোষণ নীতির জন্য উৎপীড়িত। এই রূপ পত্র লিখিবার দরুণ ১৯৮৫ সালের জন্মোৎসবকালে ভারত সরকার আমার নামে ওয়ারেণ্ট দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অনুকূলে আর কোন ভাল প্রমাণ না থাকায় মামলা ডিসমিস্ হইয়া যায়।

কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি

কালরাত্রি - সমুদ্র মন্থনের দণ্ড ছিল সুমেরু পর্ব্বত অনন্ত নাগ ছিল মন্থন রজ্জু, একদিকে দেবতা ও অন্যদিকে অসুরগণ মন্থনের রজ্জু টানাটানি করিতেছিল। এই টানাটানিতে স্বর্পের বিষ উদ্‌গীরণ হয় এবং সমুদ্রের জল বিষাক্ত হইয়া যায়। তখন দেবাসুররা মরণাপন্ন হয় তাহারা শিবের শরণাপন্ন হয়। শিব এই বিষ পান করিয়া নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম নীলকণ্ঠ। যদি তিনি এই বিষ নিজে পান করিতেন তাহা হইলে তিনিও মৃত্যুবরণ করিতেন। ইহা এত শক্তিশালী বিষ ছিল।

সমুদ্র মন্থনে অমৃতের ভাণ্ড উত্থিত হয়। দেবতাদের লক্ষ্য ছিল এই অমৃত অসুরদের পান করিতে না দেওয়া কারণ এই অমৃত পান করিলে অসুররাও অমর হইয়া যাইত। এই সমুদ্র মন্থনে বিষের আবির্ভাবে দেবাসুর ধ্বংসের যে অবস্থা সৃষ্টি হইল ইহাই

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলে ''হিন্দুরা'' শব্দটি আছে।

† প্রকাশকের নিবেদন - মূলে ''অন্নাদি'' শব্দটি আছে।

কালরাত্রির ইতিহাস। শিব রাত্রিতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এইজন্য শিবরাত্রির অপর নাম তামসরাত্রি। ইহাই কালরাত্রি।

কুম্ভমেলা - কালরাত্রির সমুদ্র মন্থনকালে অমৃতকুম্ভ পাওয়া যায়। এই অমৃতকুম্ভকে অসুরগণের হাত থেকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। যে সব স্থানে এই অমৃতকুম্ভ রক্ষিত ছিল সেই সব স্থানে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর একবার কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মহারাত্রি - মহারাত্রিতে শিব আর্য্য সভ্যতার বিরুদ্ধে যবনবাদী অসুরগণকে বরদান করেন। তাহাতে বলিয়াছিলেন আর্য্যদেশ ম্লেচ্ছাধীন হইবে। তখন আর্য্যদেশের সীমানা অনেক বৃহৎ ছিল। বিক্রমাদিত্যের সময় মক্কা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সব দেশ আর্য্যদেশের অন্তর্গত দেশ ছিল। ইরান এরিয়ান (আর্য্য) শব্দেরই অপভ্রংশ, মক্কা - মোক্ষ (কৈবল্য - কিবলা) কথার অপভ্রংশ। মহম্মদের সময় হইতেই আর্য্যজাতির উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। কোরান বলিতেছে "অতএব যে দিন রমজানের মাস অতীত হইবে সেইদিন মূর্ত্তিপূজক যেখানেই পাইবে হত্যা করিবে।" সুরা বরায়ত (তওবা) আয়াত ৫। এইরূপ শত শত অত্যাচারের আদেশে কোরানখানা সমৃদ্ধশালী। যদি কাফের বলিয়াই কোন জাত বা কোন লোক বা কোন সমাজ নিষ্ঠুর হত্যায় উত্তেজিত হইতে পারে তবে শক্তিবাদ ধর্ম্ম যাহারা মানিবে না তাহাদিগকে হত্যা করিলে দোষের কি হইবে। দিল্লীর কর্ত্তারা কি বলেন? ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান গুণ্ডা ও বদমাইসেরা সিন্ধু দেশে প্রবেশ করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধ ৭০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। সিন্ধু রাজা পরাস্ত হন এবং বন্দী হন। তাঁহার বংশের এবং সিন্ধুর সহস্র সহস্র হিন্দু নারীকে মুসলমান বদমাইসেরা বলাৎকার করে। লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ইহারা মক্কায় লইয়া যায়। সহস্র সহস্র পশুর পিঠে ধনরত্ন অলংকার আরবে প্রেরিত হয়। সিন্ধুর রাজা দাহিরের দুই বালিকা কন্যাকে বন্দী করিয়া আরবে লইয়া যায়। তাহাদের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলা হয়। মুসলমানরা ভারতের যেখানেই প্রবেশ করিয়াছে সেখানেই মন্দির ধ্বংস, ব্যাপক নির্য্যাতন, চার দেওয়ালে বন্দী রাখিয়া নারী হত্যা ও লুঠ চলিয়াছিল। সেই কীর্ত্তি আজও চলিয়াছে। ১৯৪৭ সনে ইংরেজ চলিয়া যায়। ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্থান হয়। এই ভাগের পর ভারতে মুসলমানদের থাকার কোনই অধিকার নাই। কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট শাসকদের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম আজ অবলুপ্তির পথে। হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে একটা কথা বলার সাহস পায় না, আইনের কঠোর বাঁধনে হিন্দুরা আজ জর্জরিত। ইহাই মহারাত্রির দারুণ প্রভাব। এই প্রভাবে পাঞ্জাব, আসাম, গুজরাট, নেপাল, বর্মা ও শ্রীলঙ্কা এবং সারা ভারত অতিষ্ঠ।

যতদিন ভারতে মুসলমান থাকিবে ততদিন ভারতে শান্তি আসিতে পারে না।

মোহরাত্রি - শ্রীকৃষ্ণের মাম কংসের রাজত্বকালে ভারতের যে দুর্দশা হয় ইহাকে মোহরাত্রির দুর্দশা বলে। রাজার গদীতে বসিয়া কংস কিরূপ অত্যাচারী হইয়াছিল উহা পরিমাপ করা যায় না, নিজের ভগিনীকে জেলে রাখিয়াছিল। ভগিনীর প্রথম ৭জন সন্তানকে জন্মের সাথে সাথে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। অষ্টমগর্ভের সন্তান হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার জন্মকালে সদ্যোজাত এক কন্যার সঙ্গে তাঁহাকে বিনিময় করা হয়। নিষ্ঠুর কংস ভগিনীর প্রসূতিগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেখানে একটি কন্যা রহিয়াছে। তিনি

কন্যাটিকে কোলে তুলিয়া লন এবং পাথরে আছড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করেন। কন্যাটি আর পাথরে পড়িলেন না, আকাশে উড়িয়া গেলেন এবং কংসকে বলিলেন 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। ফলত তাহাই হইয়াছিল। কৃষ্ণের হাতে কংসও নিহত হইয়াছিল। আজ ভারতের শাসকগণ শিশু হত্যাকেই পবিত্র কর্ম্ম মনে করিয়া প্রতিদিন শত শত শিশুকে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে হত্যা করে। ইহা যে কংসের শাসন হইতেও ভয়ঙ্কর শাসন সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

দৈবী সম্পদ ও অসুরসম্পদ

গীতার ১৬শ অধ্যায়টি হইতেছে হিন্দুধর্ম্মের রাজনীতির চাবী, সেখানে দৈবী সম্পদ ও অসুর সম্পদের কথা আছে। অসুর সম্পদের মূল অজ্ঞানতা হইতেছে ৫টি - দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অহং কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া অসুর সম্পদগুলি ক্রিয়াশীল হয়। কখন আমাদের ভিতর দৈবী সম্পদ খেলিবে বা অসুর সম্পদ ক্রিয়াশীল হইবে তাহা আমরা সব সময় বুঝিতে পারি না। গীতায় ২৯টি দৈবী সম্পদের কথা আছে। যখন আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের মন পরিচালিত হয় তখন দৈবী সম্পদগুলি আমাদের মনে ক্রিয়াশীল হয়। দৈবী সম্পদের অভ্যাস দ্বারাই আত্মকেন্দ্র বা ব্রহ্মনাড়ী সতেজ থাকে। মস্তিষ্কের শিবের কেন্দ্রটির সামান্য অংশে অহং কেন্দ্রটি অবস্থান করে। এই অহং কেন্দ্রটিকে অবলম্বন করিয়াই অসুরবাদ পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল থাকে। মক্কার মহম্মদ প্রতিষ্ঠিত কোরানবাদ আসুরিকতার একটি ভয়ঙ্কর কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া লিখিত। আর্য্য দেশে যাহা দৈবীভাব, মক্কার ধর্ম্মে উহা হইতেছে কাফেরবাদ, সমস্ত কোরানখানা এই কাফেরবাদের বিরুদ্ধে গুণ্ডামীর উস্কানীতে পরিপূর্ণ। ভারতের এবং ভারতের বহির্স্থিত আর্য্য নেতারা আজ ১৫০০ বৎসর ধরিয়া মক্কার ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে মক্কার গুণ্ডামী কিছুটা দমনে ছিল। কিন্তু ভারতে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয় প্রথম দিকে বাল গঙ্গাধর তিলক নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময় দৈবী সম্পদ সম্পন্ন নেতারা ভারতকে নির্দ্দেশ দিতেন। তখন ভারতের চিন্তাধারায় দৈবী সম্পদেরই প্রভাব ছিল। গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনের প্রথম নেতা। এই নেতৃত্বকে ইংরেজ সরকারই পুষ্ট করিয়া তোলেন, ফলে ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্থান হয়। পাকিস্থান হইবার পর পাকিস্থানের হিন্দুরা নিজের দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। কিন্তু গান্ধীবাবার শিষ্যরা কংগ্রেসের আড়ালে থাকিয়া মুসলমানগণকে বহিষ্কার করিল না, গান্ধীর নেতৃত্বকালেই মুসলমানরা ভারতে লুঠ, গুণ্ডামী আবার নতুন করিয়া শক্তিশালী করে। দেশ ভাগের পর লোক বিনিময় করা কর্ত্তব্য ছিল। পাকিস্থান বাদ দিয়া সবই হিন্দুরাষ্ট্র। কিন্তু কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট এবং মুসলমান মিলিয়া ইহাকে সেকুলার রাষ্ট্র করিয়া রাখে। এখন ভারতের উপর মক্কাবাদের গুণ্ডামী প্রবলভাবেই চলিয়াছে। কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস মুসলমান এক হইয়া হিন্দু নির্য্যাতনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছে। আইন, অস্ত্র এবং নেতৃত্ব সবই এখন হিন্দুদের শত্রুদের হাতে। ইহার পরিণতি এখন অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে।

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধপারুষ্যমেবচ,
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।
ন শৌচং নাপিচাচারো নসতংতেষু বিদ্যতে,
অসত্যম্ প্রতিদ্বংতে জগদাহুরনীশ্বরম্। গীতা ১৬-৪।৭।৮

হে পার্থ; যাহারা অসুর সম্পদগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের চরিত্রে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা বৃত্তিগুলি থাকে। তাহাদের মধ্যে শৌচ বা আচার বা সত্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। অসুরদের মতে অসত্যই সব। বিশ্বের মূলে কোন সত্যই নাই। ঈশ্বর নাই।

এইরূপ অসুরবাদীয় এবং অনীশ্বরীয় বাদে ভারত আজ জর্জ্জরিত। গান্ধীবাদের প্রভাবে হিন্দুরা অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ নীতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আজ তাহার প্রতিষ্ঠিত খিলাফৎ ভাবধারা ভারতের কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট এবং মুসলমানগণকে সর্ব্বতোভাবে ভারতধ্বংসের কার্যে অগ্রসর করিতেছে। সমস্ত ভারত জুড়িয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় চলিয়াছে। ভোটের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য সরকার এখন নতুন স্কীম চালু করিয়াছে। ভাড়াটিয়াদের গোপনে উপদেশ দিতেছে বাড়ীর মালিকদের ভাড়াও দিও না, ঘরও ছাড়িও না। এইভাবে ভাড়া না পাওয়ায় বহু বাড়ীর মালিক অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাইতেছে। যুবকদের এই দুর্নীতি প্রতিকারে অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুরা শক্তিবাদ অনুসরণ করুন এবং মুসলমানগণকে বহিষ্কারের নীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হউন। ইহা ভিন্ন হিন্দুর গতি নাই। ইহাই শক্তিবাদ নীতি।

কুমারীর বাণী

১৯৭৩ সনে কানাডায় টরণ্টো নামক শহরে শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী দ্বারা শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রবাসী বাঙালী সম্প্রদায়। পূজার পরই ইহা ঘোষিত হইল যে এবার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে জীবনীশক্তি দেখা দিবে। পূজার পরই তাহারা প্রথম রেড-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা প্রকাশ করে। এই পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করিতেছে। কানাডাতে ইহাই প্রথম দুর্গাপূজা। এই পূজা এখনও হইতেছে। ১৯৭৯ সনে আমেরিকায় শক্তিবাদ মঠ ওয়েষ্ট নামক মঠে শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নিবেদিতা ও তাপস (John and Norma Bee)। কলিকাতার একজন বিখ্যাত শিল্পী মূর্ত্তিটি প্রস্তুত করিয়া বিমানে পাঠাইয়া দেন। শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজার ইহাই আমেরিকায় প্রথম বৎসর। এই পূজা এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। ১৯৮৩ সনে এই পূজা শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামিজী নিজে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই পূজায় এবং কালীপূজায় কুমারী পূজাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কুমারীর ডাক নাম ভবানী। পূজার পরে কুমারীর প্রদত্ত বাণীটি আমরা প্রকাশ করিলাম। বর্ত্তমান অধঃপতনকালে হিন্দুদের জন্য এই বাণীটির অনুসরণ অমৃতের মত কাজ দিবে।

কুমারীর বাণী

''একজন জ্যোতির্বিদ আমার নাম দিয়াছেন 'ভুবনেশ্বরী কুমারী'। এখন আমার বয়স ৬ বৎসর ৯ মাস। আমি একজন আমেরিকান কন্যা, এবং কালীমন্ত্রের সাধিকা। আমি শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়াছি। তিনি আমারই মত বয়সে সন্ন্যাসী হন এবং সমস্ত ভারতে বেদান্তবাদ এবং শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রচারের ফলে তিনি বৌদ্ধদের দুর্বল সমাজবাদ ভাঙ্গিয়া দেন। আমারও স্থির বিশ্বাস যে হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে আমি একটি শক্তিবাদীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব।

আমি ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের কথা এবং হিন্দুদের উপর তাহাদের বর্ব্বর অত্যাচার এবং পশুসুলভ আচরণের কথা শুনিয়াছি। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশিম নামে এক মুসলমান সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করে। এই আক্রমণ দীর্ঘ ৭০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে হিন্দুরাজা পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার পরিবারের সমস্ত মহিলারা বর্ব্বর মুসলমান দ্বারা ধর্ষিত হন। তাঁহার দুইজন কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া আরবে আনা হয়। সেখানে তাহাদিগকে দেওয়ালে গাঁথিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ও অনাহারে রাখিয়া হত্যা করা হয়।

হিন্দু সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর উচিত একটি শক্তিশালী সংগঠন করা, যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যার ফলে এই বর্ব্বর শ্রেণীকে তাদেরই অনুসৃত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ব্যবহার ও শাস্তি দ্বারা আরবে ফেরত পাঠানো যায়। বর্ত্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত হিন্দুরা বর্বর মুসলমান দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে। আমি হিন্দু জাতিকে উৎসাহিত করিব এই সব বর্ব্বর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য। হিন্দুদের অবহিত হওয়া উচিত যে কাশ্মীর, লঙ্কা, বার্মা এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহাদেরই দেশ। এবং এই সমস্ত দেশগুলিকে বলপূর্বক উদ্ধার করিতে হইবে।''

আমি শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক সত্যানন্দ সরস্বতী শ্রীশ্রীচণ্ডীর শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিতেছি। ঋগ বেদউক্ত রাত্রি সূক্ত হইতেছে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম আরম্ভ। এই রাত্রি সূক্ত পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহাশক্তি রূপা অব্যক্ত শক্তি হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। অব্যক্ত শক্তি হইতে এই বিশ্বে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিলেন অসুরবাদীগণ। যখন মীনরূপী অবতার বেদকে নিজের উদরে ধারণ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন তখন এই পৃথিবী অসুরবাদী জনতায় পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময় কচ্চিৎ দুই দশ জন ঋষি তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা ধীরে ধীরে বেদ নির্দ্দিষ্ট শক্তিবাদ ধর্ম্ম প্রসার করিতেছিলেন। তাঁহাদের লিখিত বেদবাণী গুলিকে অসুর শাসকগণ সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেন। পাঠক জানিয়া রাখুন অসুর প্লাবিত এই বিশ্বে বেদবাদী ঋষিগণ তাঁহাদের দ্বারা বেদবাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে থাকিলে অসুরগণ উহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বেদকে প্রথম উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন। বেদবাদকে রক্ষা করিবার যে বিশুদ্ধ মতবাদ পৃথিবীতে দেখা দেয় উহাকে রক্ষা করিবার জন্যই ভারতে পর পর দশ জন অবতার আসেন। ইহারাই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি অবতার। বুদ্ধের অহিংসাবাদী উচ্চ ধর্ম্মকে ম্লেচ্ছ যবনগণ যে অত্যাচার ও অসভ্যতা ও তরবারীর সাহায্যে ধ্বংস করেন উহাই ম্লেচ্ছবাদীয় অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা। মহাত্মা কল্কিই যবন

বাদীয় অসুরবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য তরবারি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছেন। আমার চণ্ডীর শক্তিবাদ ভাষ্য রাত্রি সূক্তের মর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই আরম্ভ হইবে। আমি শক্তিবাদীগণকে বলি যে তোমরা চণ্ডীউক্ত রাত্রিসূক্ত দেবীসূক্ত এবং চণ্ডীপাঠ অবলম্বন কর।